গার্ল ইন স্কাউটিং

বুলেটিন

এপ্রিল-জুন ২০২০

গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ স্কাউটস, গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিভাগের আয়োজনে গত ২২ জুন ২০২০, বৃহস্পতিবার জুম অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইনে মহিলা এলটি, এএলটি ও উডব্যাজপ্রাপ্ত লিডারদের অংশগ্রহণে গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি। উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি এবং জাতিসংঘের ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম এর বিশেষ দূত জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ। স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) মো. মহসীন এবং গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রফেসর নাজমা শামস। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন গার্ল-ইন- স্কাউটিং বিভাগের জাতীয় উপ-কমিশনার জনাব মাহবুবা খানম এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন গার্ল-ইন-স্কাউটিংয়ের জাতীয় উপ কমিশনার ড. নাজমানারা খানুম। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ১৩টি অঞ্চল এবং জাতীয় সদর দফতর থেকে মোট ৭০ জন অংশগ্রহণকারী অনলাইনে মতবিনিময় সভায় যুক্ত হন।

অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) মো. রফিকুল ইসলাম খান **'করোনাকালে বাংলাদেশ স্কাউট এর ভূমিকা ও নেতৃত্ব এবং পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এডাল্ট লিডারদের করণীয়'** সম্পর্কে আলোচনা করেন। জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ) আরিফুজ্জামান **'ট্রেনিং টিমের সদস্যদের প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে করণীয়'**, ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ) মজিবর রহমান মান্নান, **'মানসম্মত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনায় ট্রেনিং টিমের সদস্যদের করণীয়'**, রোভার অঞ্চলের লিডার ট্রেনার ড. আরেফিনা বেগম, **'বৈশ্বিক মহামারীতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ট্রেনিং টিমের সদস্যদের 'আত্মোন্নয়নে করণীয়'** এবং জাতীয় উপ-কমিশনার (আন্তর্জাতিক) ফাহমিদা, **'স্কাউটিং এ নারীর ক্ষমতায়ন আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি'** বিষয়ে মূল্যবান সেশন পরিচালনা করেন। টীম টক মেথডে পরিচালিত সম্পূর্ণ সেশনটি সমন্বয় করেন জাতীয় উপ কমিশনার মাহবুবা খানম। সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিশনার (আইসিটি) জনাব মাহফুজুর রহমান। সারা বাংলাদেশ থেকে সংযুক্ত মহিলা অ্যাডাল্ট লিডারগণ এধরণের আয়োজনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে স্কাউটিংয়ে নারীদের অধিকসংখ্যক অংশগ্রহণ বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণে সন্তোষ প্রকাশ করে এ মতবিনিময় সভার সফল সমাপ্তি ঘোষণা করেন জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন -স্কাউটিং) জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি।

মানসম্পন্ন নেতৃত্ব বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা

বাংলাদেশ স্কাউটস, এডাল্ট রিসোর্স বিভাগের আয়োজনে গত ১৩-১৪ জুন, ২০২০খ্রি. এ অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয় 'National Workshop on Quality Leadership'। উক্ত ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (স্টেট) মো. আনোয়ার ইসলাম শিকদার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মো. রামজুল হক।

হাইজিন পণ্য হস্তান্তর কর্মসূচি

বাংলাদেশ স্কাউটস ও ডেটল হারপিক পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ এর উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহযোগিতায় গত ১৭ জুন, ২০২০ করোনা প্রতিরোধে সুরক্ষা সামগ্রী হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে দশ হাজার ডেটল সাবান ও চার হাজার হারপিক লিকুইড এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশকে দশ হাজার ডেটল ও পনের হাজার হারপিক পাউডার প্রদান করা হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে চট্টগ্রামের মেয়র ও মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষে কমিশনার সুরক্ষা সামগ্রীসমূহ গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেকিট বেনকিজার বাংলাদেশ লিমিটেডের মার্কেটিং ডিরেক্টর নুসরাত জাহান। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) মো. শাহ কামাল।

সারা বাংলাদেশে অনলাইনে বাস্তবায়িত ক্রু-মিটিং

করোনার সময় থেমে নেই স্কাউটিং কার্যক্রম। সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন রোভার ইউনিট অনলাইনে সফলভাবে বাস্তাবায়ন করেছে ক্রু-মিটিং। বাংলাদেশ স্কাউটস প্রোগ্রাম বিভাগ কর্তৃক প্রদর্শিত ডেমো ক্রু-মিটিং অনুসরণ করে বিভিন্ন ইউনিট এই মহামারীতেও প্রোগ্রামকে সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে।

লকডাউনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার কিছু খন্ড চিত্র

বৈশ্বিক মহামারীতে কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভারদের মানসিক চাপ প্রশমিত করে প্রফুল্ল রাখার প্রয়াসে সরকারকর্তৃক সাধারণ ছুটি ঘোষণার শুরু থেকেই বাংলাদেশ স্কাউটস উদ্যোগ নেয় বিভিন্ন ব্যতিক্রম ধর্মী কার্যক্রমের। হাত ধোয়া, বই পড়া, আবৃত্তি অনুশীলন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন ইউনিট, জেলা, অঞ্চল গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করে শিশু, কিশোর ও যুবদের সৃজনশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

করোনা প্রভাব চলাকালীন সকল স্তরের স্কাউট সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ
অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের স্বাস্থ্য বার্তা

১. দরকারী তথ্য ছাড়া অনেক সময় ধরে করানো সংক্রান্ত খবর পড়া বা দেখার দরকার নেই। অসমর্থিত তথ্য বা গুজব কখনো শেয়ার না করা।
২. দৈনিক ১০-১৫ মিনিট ধরে হালকা ব্যায়াম করা।
৩. সহজ উপায়ে রিলাকসেসন অভ্যাস করতে পারা। যেমন শরীর শিথিল করে শুয়ে বা নাক দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে কিছুক্ষণ আটকে ধীরে ধীরে ছাড়তে হবে। বিরতি দিয়ে এরকম ১০-১৫ বার করলেই হবে।
৪. করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং পুষ্টি বজায় রাখা
৫. ৬-৮ ঘন্টা ঘুমানারে অভ্যাস করা।
৬. হালকা ধরনের রুটিন করে দৈনন্দিন জীবনের সবকিছু করা। বাড়ীতে উপদল পদ্ধতিতে কাজ ভাগ করে দেয়া যেতে পারে।
৭. নিজের কাজ নিজে করা ও ঘরে অন্যদের সাহায্য করা। সকলের আচরণে সহমর্মিতা প্রকাশ করা।
৮. পরিবারের সদস্যদের সাথে যথেষ্ঠ সময় কাটানো। তাদের কাছ থেকে তাদের জীবনের কথা ও অভিজ্ঞতা শোনার চেষ্টা করা।
৯. ঘনিষ্টজনদের সাথে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে অন্যদের খবর নেয়া। প্রয়োজনে অন্যদের মানসিক সমর্থন দেয়া।
১০. সর্বদা ইতিবাচক চিন্তা ও সেইমত আচরণ করা।
১১. পছন্দের কাজ ও বিষয়গুলো করতে উদ্যোগী হওয়া যেগুলো সময়ের অভাবে আগে করা যায়নি।
১২. ভালো ভালো বই পড়া যেগুলো জীবনের কথা বলে। এতে করে ঐসব মহান লেখকদের অন্তরঙ্গ সঙ্গ পাওয়া।
১৩. সর্বশক্তিমান আল্লাহর / সৃষ্টিকর্তার উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা রাখা। আবশ্যিকসহ পছন্দের ধর্মীয় কাজগুলো করা। বেশী বেশী প্রার্থনা করা যা মনকে হালকা করতে সাহায্য করে। মনে রাখতে হবে মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে ভালোবাসেন। এই দু:সময় পার হয়ে সোনালী সকাল আসবেই।

প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক
সভাপতি, অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও
অধ্যাপক, মনরোগবিদ্যা বিভাগ, বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

করোনাকালে বাংলাদেশ স্কাউটস

করোনার আগ্রাসী থাবায় সারাবিশ্ব যখন স্থবির বাংলাদেশ স্কাউটস তখন মাননীয় সভাপতি জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ-এর পরামর্শে ও মাননীয় প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব ড. মো. মোজাম্মেল হক খান-এর নেতৃত্বে নিজেদের সুরক্ষিত রেখে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসে। গৃহীত হয় বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল জাতীয় সদর দফতরের করোনা দুর্যোগ সেল গঠন, জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারগণের মধ্যে ৬৪টি জেলার দায়িত্ব বন্টন, প্রতি জেলায় ডিজাস্টার রেসপন্স টিম গঠন, সচেতনতা কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ, আইসিটি প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ সচল রাখা, সাধারণ সাহায্য তহবিল গঠন, যাকাত তহবিল গঠন, প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা, জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারগণের সমন্বয় সভা, বাজেট সভা, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা। জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, করোনাকালে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর কার্যক্রম স্থগিত না রেখে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে স্কাউটিং কার্যক্রম অব্যহত রাখা।

স্কাউটদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম

করোনার তান্ডব যখন চারদিকে, তখন বাংলাদেশ স্কাউটস শুরু করে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম। বিতরণ করে লিফলেট, মাস্ক ও সেনিটাইজার। এছাড়াও কিভাবে মাস্ক পরতে হবে, হাত ধুতে হবে এবং সেনিটাইজার কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কেও সবাইকে অবগত করে। ছবিতে বাগেরহাট জেলা রোভার, চট্টগ্রাম জেলা রোভার, চট্টগ্রাম অঞ্চল, দিনাজপুর জেলা রোভার, গাইবান্ধা জেলা রোভার, কিশোরগঞ্জ জেলা রোভার, মাগুড়া জেলা রোভার এবং কক্সবাজার জেলা নৌ রোভার-এর করোনা সচেতনামূলক কার্যক্রম দেখা যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রম

করোনার সময়ও সচল ছিল বাংলাদেশ স্কাউটস প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রম। সাধারণ ছুটি ঘোষিত হওয়ার শুরু থেকেই প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনলাইনে বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্কাউটস-এর সভাপতি লিডার ট্রেনার জনাব মো. আবুল কালাম আজাদের নির্দেশনা ও উপস্থিতিতে ট্রেনিং টিমের (এল.টি., এ.এল. টি.) সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ফলপ্রসূ চারটি সেশন। ট্রেনিং টিমের প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নে পরিচালতি হয় বিশেষ আইসিটি সেশন। জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় আইসিটি এ্যাডভান্স কোর্স। প্রশিক্ষণ বিভাগের অর্থায়নে দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে সম্পাদক কোর্স, ময়মনসিংহ অঞ্চলে গ্রুপ সভাপতি কোর্স, উপজেলা-জেলা কাব লিডার কোর্স, ঢাকা অঞ্চলে উপজেলা-জেলা কাব লিডার কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কোর্সের সময়কাল ছিল তিনদিন। এছাড়াও সারা বাংলাদেশে অনলাইনে দশটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স পরিচালিত হয়। সবকটি অঞ্চলই আয়োজন করে আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের, যেখানে জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপকমিশনারবৃন্দ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত হয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সর্বোপরি ১১০জন অংশগ্রহণকারীর সংযুক্তিতে ২৬ ও ২৭ জুন দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ২৩তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ। উল্লেখ্য প্রশিক্ষণ কোর্স ও মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণ বিভাগ ৩০% মহিলা এ্যাডাল্ট লিডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন।

রোভারদের দক্ষতা অর্জন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস -এর প্রোগ্রাম বিভাগ ও কয়েকটি জেলা রোভার এই করোনা পরিস্থিতিতেও রোভারদের জন্য দক্ষতা অর্জন কোর্সের আয়োজন করে। আয়োজনটি সুসম্পন্ন হয় অনলাইনে জুম অ্যাপস ব্যবহার করে। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দ ফেইসবুক লাইভে সেসন পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারীরা অনলাইনে মূল্যায়ন শেষে সার্টিফিকেট লাভ করে।

১ম অনলাইন স্কাউট পারদর্শিতা ব্যাজ কোর্স-২০২০

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রোগ্রাম বিভাগ এই করোণার সময়ও এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথম অনলাইন স্কাউট পারদর্শিতা ব্যাজ কোর্স তার প্রমাণ। সারা বাংলাদেশ থেকে ১৩,৯৯৬ জন স্কাউট পারদর্শিতা ব্যাজ কোর্সে অনলাইনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে এবং মূল্যায়নে অংশ নিয়ে ১১,৬১৮ জন উত্তীর্ণ হয়। সুদক্ষ প্রশিক্ষকবৃন্দ ফেইসবুক লাইভ-এ বিভিন্ন সেসন পরিচালনা করেন। পারদর্শিতা ব্যাজ কোর্স টিমের এক ঝাঁক উদ্যোমী সদস্য প্রথম অনলাইন স্কাউট পারদর্শিতা ব্যাজ কোর্সের সফল বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সাড়া জাগানো এই আয়োজনের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান এবং সমাপণী আয়োজনে সংযুক্ত ছিলেন মাননীয় সভাপতি জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ।

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ স্কাউটস গার্ল-ইন স্কাউটিং বিভাগের উদ্যোগে গত ২৮-২৯ জুন, ২০২০ তারিখে সকল অঞ্চলের ৫০জন গার্ল-ইন রোভার এবং ১০জন ইয়ুথ লিডারের অংশগ্রহণে দু'টি মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক (অনলাইন) কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন স্কাউটিং) সুরাইয়া বেগম, এন.ডি.সি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালা দু'টির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা আয়োজনের জন্য গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিভাগকে সাধুবাদ জানিয়ে এই আয়োজনকে তিনি সময়োপযোগী উল্লেখ করে সানন্দচিত্তে সন্তোষ প্রকাশ করেন। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সকলের সচেতনতার বিষয়েও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রফেসর নাজমা শামস এবং জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) এম.এম ফজলুল হক আরিফ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় উপ-কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং) মাহবুবা খানম ও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় উপ কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং) ড. নাজমানারা খানুম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস।

দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালায় মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এবং ফার্স্ট এইড সচেতনতা বিষয়ে অবহিত করা হয়। একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়ার পূর্বেই আমাদের নিজেদের ও পরিবারের করণীয় বিষয়গুলোও আলোচিত হয়। দুইদিন ব্যাপী এই কর্মশালার দ্বিতীয় দিন ২৯ জুন, ২০২০ প্রথম সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) আখতারুজ্জামান খান কবির। কর্মশালায় আকর্ষণীয় সেশন পরিচালনা করেন বাংলদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান অ্যান্ড গ্রোথ) মো. জিয়াউল হুদা হিমেল, বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিটি (আন্তর্জাতিক) এর সদস্য মো. সাইফুল ইসলাম রবিন (পি. আর. এস), উডব্যাজার, টাইগার শার্ক ওপেন এয়ার স্কাউট গ্রুপের কোষাধ্যক্ষ মো. মাসহুরুল হক (রাজন), উডব্যাজার, বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিটি (প্রোগ্রাম) এর সদস্য মুনীর আহমেদ ভূঁইয়া (ডায়মন্ড)। দ্বিতীয় দিনের সম্পূর্ণ আয়োজনে পর্যবেক্ষক হিসেবে ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট আনিকা মাসনুন সংযুক্ত থেকে আয়োজনের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। দু'দিনব্যাপী এই কর্মশালায় বাংলাদেশ স্কাউটসের গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রফেসর নাজমা শামস্ ও জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং) জনাব সুরাইয়া বেগম এন.ডি.সি এবং জাতীয় উপ কমিশনার (উন্নয়ন) স্থপতি তাহসীন আলম সার্বক্ষণিক সংযুক্ত ছিলেন। জাতীয় কমিশনার সুরাইয়া বেগমের তত্বাবধানে কর্মশালাটির সার্বিক সমন্বয়ে ছিলেন জাতীয় উপ-কমিশনার মাহবুবা খানম ও সহকারী পরিচালক (গার্ল-ইন-স্কাউটিং) মোসাম্মাৎ জান্নাতুল ফেরদাউস।

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে সেবাদান কার্যক্রম

এক ভয়াবহ সাল ২০২০। একদিকে করোনার মতো মহামারি ভাইরাস। অন্য দিকে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের আঘাত। তবুও থেমে নেই আমাদের অভিজ্ঞ স্কাউটরা। এই পরিস্থিতিতেও তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাগুলোতে। কিছু কিছু ইউনিটে ও জেলা রোভার নিয়ে আসছে ক্ষতিগ্রস্থতের জন্য খাদ্যদ্রব্যাদি। এভাবেই শত বাধার মধ্যেও বাংলাদেশ স্কাউটসের অদম্য স্কাউটরা কাজ করে যাচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থদের সহযোগিতায়।

লকডাউনে অসচ্ছল পরিবারদের সহায়তা প্রদান

এই করোনা পরিস্থিতিতে সবাই যখন গৃহবন্দী তখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো পরে ক্ষতির মুখে ও গরীব দিনমজুররা পরে কর্ম সংকটে। সেই মূহূর্তে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর বিভিন্ন ইউনিট তাদের নিজ উদ্যোগে খাদ্যদ্রব্যাদি বিতরণ কার্যক্রম হাতে নেয়। অসচ্ছল স্কাউট পরিবার ও সাধারণ পরিবারদের মাঝে তুলে দেয় খাদ্য সামগ্রী। যা দিয়ে পরিবারসমূহ তাদের মাসের খাদ্য সংকট দূর করতে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছে।

স্কাউট কৃষি/ স্কাউট এগ্রো

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন- "খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, অধিক প্রকার ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার করতে হবে। কোনো জমি যেন পতিত না থাকে"। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে করোনা প্রভাব পরবর্তী খাদ্য সংকট মোকাবেলার লক্ষ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাব, স্কাউট, রোভার, স্কাউটারস বৃন্দের বাড়ীর উঠোনে, ছাদে, বারান্দায় এবং উপজেলা/ জেলা/ আঞ্চলিক স্কাউটস এর অফিস প্রাঙ্গনের খালি জায়গায়, খালি জায়গা না থাকলে ভবনের ছাদে নিত্য প্রয়োজনীয় মৌসুমি শাক-সবজির আবাদ করার জন্য প্রত্যেক কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও এডাল্ট লিডারগণদের কৃষি বিষয়ক যাবতীয় তথ্য প্রদানের জন্য জাতীয় সদর দপ্তর কর্তৃক সার্বজনীন প্লাটফর্ম হলো স্কাউট কৃষি/ স্কাউট এগ্রো। যার মাধ্যমে করেনাকালে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রতিটি সদস্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে সদা প্রস্তুত।

এসো কোরআন শিখি

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম মারাত্মক ব্যাধি করোনা ভাইরাস। সারা পৃথিবীতে এর সংক্রামণ ছড়িয়ে পড়েছে। এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি, এর থেকে সুরক্ষার জন্য আমাদেরকে নিজ বাসায় থাকতে হচ্ছে। এই দুর্যোগপূর্ণ সময়কে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস বিভিন্ন প্রোগ্রাম অনলাইনে বাস্তবায়ন করছে। তার মধ্যে 'এসো কোরআন শিখি' একটি আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে যারা আল-কোরআন পাঠ করতে পারেনা তাদের জন্যই এই প্রোগ্রাম। বাংলাদেশ স্কাউটসের ফেসবুক পেইজের লাইভ সেশনে 'এসো কোরআন শিখি' প্রোগ্রামের প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন হাফেজ মাওলানা মো. আতিকুর রহমান, উডব্যাজার। পবিত্র রমজান মাসে লাইভ সেশনে অনুষ্ঠিত 'এসো কোরআন শিখি'-এর মাধ্যমে স্কাউট বন্ধুরা আল-কোরআন শিক্ষার বিষয়গুলো সহজেই শিখতে পেরেছে যা তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করেছে।

সম্পাদনা

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মো. মোজাম্মেল হক খান
প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস

উপদেষ্টা পরিষদ
জনাব নাজমা শামস্
জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি
জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস

সম্পাদনা পরিষদ
জনাব মাহবুবা খানম
ড. নাজমানারা খানুম
জনাব মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস

সম্পাদনা সহযোগী
রোভার স্কাউট জে, এম, কামরুজ্জামান
রোভার স্কাউট জেরিন আলম রিতা
রোভার স্কাউট এস এম নাজমুল করিম নাহিদ
রোভার স্কাউট মো. রাকিব হাসান শিপু, পি.এস.
রোভার স্কাউট আফিফা আফরোজ চৈতি
রোভার স্কাউট মনিয়া আক্তার
রোভার স্কাউট জাকিয়া সুলতানা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, ঢাকা-১০০০

গ্রাফিক্স: মো. রেদওয়ানুর রহমান

মুদ্রণ: টু এন এন্টারপ্রাইজ
৫১/৫১-এ পুরানাপল্টন, ঢাকা-১০০০

গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির ৭৮তম সভা (অনলাইন)

গত ১৪ মে, ২০২০খ্রি. বাংলাদেশ স্কাউটসের গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির ৭৮তম সভা (অনলাইন) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রফেসর নাজমা শামস্। সভায় উপস্থিত ছিলেন গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি। আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় উপ-কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং) মাহবুবা খানম ও ড. নাজমানারা খানুম এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। উক্ত সভায় গার্ল-ইন-স্কাউটিংয়ের বিগত বছরের কার্যক্রম ও আগামী অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।